



166106 - বীর্য ও কামরসের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য

প্রশ্ন

আমি কিভাবে বীর্য ও কামরসের মাঝে পার্থক্য করতে পারি? সটো কি গন্ধের মাধ্যমে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

বীর্য ও কামরস (মনী ও মর্য) এর মাঝে মৌলিক তিনটি পার্থক্য রয়েছে:

১। বীর্য সবগে ও শক্তি দিয়ে বের হয়। পক্ষান্তরে, কামরস কোন গতি ছাড়া বের হয়। কখনও কখনও এটি বের হওয়ার সময় মানুষ টরেও পায় না।

২। বীর্য হচ্ছে- সাদা, ঘন, গাঢ় তরল। এর গন্ধ গাছের মঞ্জুরী বা ময়দার খামরির মত। পক্ষান্তরে, কামরস হচ্ছে- স্বচ্ছ, পাতলা, পচ্ছলি তরল; এর কোন গন্ধ নেই।

৩। বীর্য বের হওয়ার পর যটন নসিতজেতা আসে। পক্ষান্তরে, কামরস বের হওয়ার পর এরকম কোন নসিতজেতা আসে না।

ইমাম নববী তাঁর ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে (২/১৪১) বলেন:

“এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের যে কোন একটি পাওয়াই বীর্য সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট; তিনটি একত্রে পাওয়া শর্ত নয়। যদি এ তিনটি শর্তের কোনটি পাওয়া না যায় তাহলে সটোকে বীর্য বলে হুকুম দেয়া হবে না।”[সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্রতে (৪/১৩৮) এসেছে-

বীর্য হচ্ছে- গাঢ় সাদা পানি। এটি পুরুষাঙ্গ থেকে সবগে সুখানুভূতির সাথে বের হয়। এটি বের হওয়ার পর মানুষ যটন নসিতজেতা অনুভব করে। সঠিক মতানুযায়ী বীর্য পবিত্র। ধুয়ে ফেলা কিংবা খসে ফেলার মাধ্যমে বীর্য থেকে কাপড়-চোপড় পরিস্কার করা মুস্তাহাব। কটে বীর্যপাত করলে তার ওপর গোসল ফরয হয়; সটো সঙ্গমের কারণে হোক কিংবা স্বপ্নদোষের কারণে হোক। আর যদি রোগের কারণে কিংবা তীব্র ঠাণ্ডার কারণে সুখানুভূতি ছাড়া বীর্য বের হয় তাহলে গোসল ফরয হবে না; শুধু ওজু ফরয হবে।



কামরস হচ্ছ- পাতলা ও পচ্ছলি পানি। এটি স্ত্রীর সাথে শৃংগারে লপ্ত হওয়ার মাধ্যমে পুরুষাঙ্গ থেকে বরে হয় কংবা সঙ্গম নয়ে চন্তা করলে বরে হয়; তবে এটি সবগে বরে হয় না এবং এটি বরে হওয়ার পর নসিতজেতা আসে না।

ওদ হচ্ছ- গাঢ় সাদা রঙের পানি; যা প্রস্রাবের পর পুরুষাঙ্গ থেকে বরে হয়। এটি অপবতির। এটি বরে হলে ওজু ফরয হয়।

আরও জানতে দেখুন [99507](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহাই ভাল জানেন।